দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ফাঁস হলো মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্টিং কীট সংরক্ষণের ঘটনা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জুড়ানপুর ও চিৎলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে ঔষধ, সার, কীটনাশক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো তদারকি করা হয়। মূল্যবিহীন ঔষধ সংরক্ষণ ও বিক্রির দায়ে জুড়ানপুরস্থ মো. নওশাদ ইসলামের মেসার্স মহিদুল মেডিকেল হলকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ধারা অনুসারে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে অবস্থিত মো. আবু বকর সিদ্দীকের চিৎলা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্টিং কীট সংরক্ষণ ও ব্যবহারের কারণে একই আইনের ৫১ ধারা অনুসারে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত সমস্যার সমাধান, মূল্য তালিকা হালনাগাদ, যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিক্রি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বা মানহীন পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে বিনামূল্যে ভিডাব্লিউবি’র চাল বিতরণ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে “স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা” মূলনীতির আওতায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ৬নং হাউলী ইউনিয়নে বিনামূল্যে চাল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৫-২০২৬ চক্রের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৩৭৪ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ৩০ কেজি করে চাল প্রদান করা হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, হাউলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ওবায়দুল্লাহ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, সহিদুল ইসলাম, আব্দুল হান্নান পটু, রিকাত আলী সহ অন্যান্য ইউপি সদস্য, উপকারভোগী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনে ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২০৯ জন উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ সম্পন্ন হয়। আগামী বৃহস্পতিবার ৬ থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬৫ জন উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হবে।

দামুড়হুদায় মিটারের রিডিং ইউনিট বেশি লেখায় রোসানলে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মী

দামুড়হুদার বাজার পাড়ায় পল্লী বিদ্যুৎ এর রিডিং ২০ ইউনিট বেশি লেখায় জনগণের রসানলে পড়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার। স্থানীয় জনগণ তাকে পুলিশে দেন। পরে দামুড়হুদা পল্লী বিদ্যুৎ এর ইনচার্জ এর জিম্মায় ছেড়ে দেন পুলিশ।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে হেলাল উদ্দীনের ছেলে মনজুরুল কাদের যার মিটার নাম্বার (৯০৭/২৮০৪) প্রকৃতপক্ষে তার বিগত ৩৫৫ ইউনিট ছিল বর্তমান ৩৮৫ ইউনিট আছে। তার বিল হবে পূর্বের তুলনায় বেশি হবে ৩০ ইউনিট। ৩০ ইউনিট বিল না লিখে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার পূর্বের ৩৫৫ ইউনিট থেকে ৪০৫ ইউনিট দেখিয়ে ৫০ ইউনিট’র বিল লিখেছে। তখন বাড়ির মালিক মঞ্জুরুল কাদির বিল যাচাই করে দেখেন ২০ ইউনিট বেশি বিল লিখেছে।

এদিকে একই পাড়ার হুরু মন্ডলের ছেলেদের দীনু মন্ডল যার মিটার নাম্বার ৮৬৫/২৬১০ মিটারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরও প্রতিমাসে বিল আসছে। এতে করে মোট বিল এসছে ২১৫৮ টাকা। এই ঘটনায় পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকারকে আটকে পুলিশে দেয় স্থানীয় জনগণ। এই ধরনের ঘটনা অনেকের সাথে ঘটেছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কর্তৃপক্ষর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মনজুরুল কাদিরসহ এলাকাবাসিরা বলেন, আমাদের প্রতিনিয়ত বেশি বিল লিখে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। কেন এই প্রতারণা করা হচ্ছে তার সঠিক বিচার চাই। সেই সাথে এই ধরনের ঘটনা পুনরায় যদি ঘটে আমরা সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। তাই গ্রাহকদের বিষয় বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে বিল তৈরি করতে হবে এবং সাধারণ গ্রাহকরা যাতে হয়রানির স্বীকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনায় বড় ভাই ও ভাবীকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনায় বড় ভাই ও বৌমাকে গুরুতর জখম করলেন ছোট ভাই ও তার ছেলে। বাদীর অভিযোগ কালক্ষেপণ করছে তদন্ত কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গা বাঁশবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই আবুল কালাম (৪৮) ও তার স্ত্রী লতা (২০) কে গুরুতর জখম করলেন ছোট ভাই আলম (৪৫) ও তার ছেলে ইমন (২১)। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী কালামের ছেলে ও লতার স্বামী তরিকুল (২৭) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গত শুক্রবার ঘটনাটির সূত্রপাত হয় সেচস্পাম্প মেশিনের কিছু নতুন যন্ত্রাংশ চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবুল কালামের পানের বরজে নষ্ট হয়ে থাকা সেচপাম্প মেশিন ঠিক করার জন্য কিছু নতুন যন্ত্রাংশ কেনা হয়। যা নষ্ট মেশিনের পাশে রাখা ছিল বলে জানা যায়। এ সময় কালামের ছোট ভাই আলমের ছেলে ইমন ওখানে আসে তখন মেশিনের পাশে কেউ ছিলো না। বরজ থেকে ইমনকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাদী তরিকুল দেখে। দুইজনের মধ্যে মেশিন ঠিক করার বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ইমন বরজ থেকে বেরিয়ে গেলে মেশিনের কাছে কোন নতুন যন্ত্রাংশ না পেয়ে তরিকুল তার বাবা আবুল কালামকে জানাই।

সেচপাম্পের নতুন যন্ত্রাংশ না পাওয়ায় আবুল কালাম ছোট ভাইয়ের ছেলে ইমনকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে ঘটনাটি বাগ-বিতণ্ডায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে ছোট ভাই আলম ও তার ছেলে ইমন রাগান্নিত অবস্থায় লাঠিসোটা নিয়ে কালামের মাথায় আঘাত করে, বাদী তরিকুল বাবাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও আঘাত করে বিবাদীরা।

শশুর এবং স্বামীকে গৃহবধূ লতা বাঁচাতে গেলে, চাচা শ্বশুর আলম এবং চাচাতো দেবর ইমন উভয়ই লতাকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করলে মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে বিবাদীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় কালাম, ছেলে তরিকুল, বৌমা লতাকে এলাকাবাসী উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদীতে ভর্তি করে। সকলেই এখন

চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে বলে জানা যায়। এরমধ্যে তরিকুল কিছুটা সুস্থ হয়ে, অভিযোগ দায়ের করে বলে জানা যায়।

তরিকুল কিছুটা অভিযোগের সুরে সাংবাদিকদের কে জানান, আলমডাঙ্গা থানার এস আই নিয়ামুল তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ করছেন। এদিকে বিবাদী পক্ষ তাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে আসছেন বলে জানান।

এ বিষয়ে দ্বায়িত প্রাপ্ত কর্মকর্তা এস আই নিয়ামুল তার প্রতি তরিকুলের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলমান রয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, বাদী ও বিবদী, প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত রির্পোট প্রদান করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দামুড়হুদায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে র্যালী ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকা জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাস্তবায়নে এই কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী শেষে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র্যালী ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা ডাঃ হেলেনা আক্তার। এসময় উপস্থিত ছিলেন, এমটি (ইপিআই) ফারুক আহমেদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ নিয়ামত আলী সহ হাসপাতালের সিনিয়ার স্টাফ নার্স,

সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও সিএইচসিপি গণ প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রস্তাবিত মুক্তিযোদ্ধাদের এডহক কমিটি গঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা প্রস্তাবিত মুক্তিযোদ্ধাদের এডহক কমিটি গঠিত হয়েছে। গত শনিবার দর্শনা পৌর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিসে বিকাল ৪টার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলমকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাতাব উদ্দিনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমানকে সদস্য সচিব এবং সদস্যরা হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা দিলদার হোসেন।

প্রস্তাবিত এ কমিটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ড বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অনুমোদন দেওয়ার পর পূনার্ঙ্গ কমিটি নিবার্চিত হবে বলে জানান আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলম।

আলমডাঙ্গায় ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল আলমডাঙ্গা পোস্ট অফিসের সামনে এই ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প

অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলাকার অসহায় দুস্থ মানুষের সেবায় মেডিপ্লাসের সৌজন্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিলন। উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন। এই ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্পে সেবাদানকারী চিকিৎসকরা হলেন মূল উদ্যোক্তা ডাক্তার সুব্রত প্রমানিত, ডাক্তার তাহমিদ আশরাফ, ডাক্তার বিতাশী চক্রবর্তী।

ডাক্তার সুব্রত প্রমানিত বলেন, আমার এলাকার অসহায় দুস্থ মানুষের চিকিৎসা সেবায় আরও বৃহৎ পরিসরে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমি এবং আমার বন্ধু চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে শুরু করছি। পরবর্তীকালে এই রকম ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প চলমান থাকবে বলে আশা করছি।

দর্শনা স্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতি দিলো রেলপথ মন্ত্রণালয়

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণ হলো দর্শনাবাসির। ঢাকা গামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসের স্টপেজ হল্ট স্টেশনে যাত্রা বিরতি প্রদান করলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়। এই উপলক্ষে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার মুক্ত মঞ্চে ছাত্র জনতার উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা ও আনন্দ শোভাযাত্রা মিষ্টিমুখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব দিপন দেবনাথ স্বাক্ষরিত একটি পরিপত্র জারি করেন।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা হল্ট স্টেশনে খুলনা-ঢাকাগামী ৭২৫ আপ সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের ২ মিনিটের যাত্রা বিরতি প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রেরণ করেছেন মহাপরিচালক,

বাংলাদেশ রেলওয়ে। এমতাবস্থায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা হল্ট স্টেশনে খুলনা-ঢাকাগামী ৭২৫ আপ সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বিরতি প্রদানের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। রেল মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি হওয়ার পর বাংলাদেশ রেলভবনে থেকে পরিপত্রটি গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বৈষমী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ন আহ্বায়ক তানভীর অনিক, সহকারি সদস্য সচিব তনময় হাসান তৌহিদ, সদস্য নাঈম শেখ।

বিকালে এই খবর দর্শনায় পৌঁছালে সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার মুক্তমঞ্চে একটি আলোচনা সভা ও আনন্দ শোভাযাত্রা মিষ্টিমুখ অনুষ্টিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, চুয়াডাঙ্গা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবিদ হাসান রিফাত। বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পৌর জামায়াত ইসলামীর আমির সাইকুল আলম অপু, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিম লিংকন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আজহারুল ইসলাম সোহান প্রমুখ।

আলোচনা শেষে দর্শনা মুক্ত মঞ্চ থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে দর্শনা-মুজিবনগর সড়ক পরিদর্শন করে দর্শনা হল্ট স্টেশন এ শেষ হয়। পরে ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষের সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

দর্শনায় বেশি দামে সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ধরা পড়লো অনিয়ম। মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক ও অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নকল সন্দেহে জব্দ করা হয়েছে ৮ বস্তা সার, যা পরীক্ষার জন্য কৃষি

দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা চালানো হয়। এসময় স্থানীয় মুদি দোকান ও সার-বীজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয়।

অভিযানে মেসার্স কামরুল ট্রেডার্স-এ মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক এবং নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ মেলে। টিএসপি সারের নির্ধারিত দাম ১৩৫০ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫০ থেকে ২৩০০ টাকায় বিক্রি করছিল। এ অপরাধে মালিক মো. কামরুল হাসান-কে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ও ৫১ ধারা অনুযায়ী এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে নকল সন্দেহে ৮ বস্তা বাংলা টিএসপি সার জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সার পরীক্ষার জন্য সদর উপজেলা কৃষি অফিসে পাঠানো হয়েছে। টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অভিযান চলাকালে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতি মূল্যতালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন কীটনাশক, সার-বীজ ও ঔষধ বিক্রি না করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ইসলামী

আন্দোলন বাংলাদেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নিবার্চনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার সকাল ১০টায় দর্শনা ডাক বাংলো অডিটেরিয়ামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর আয়োজনে নিবার্চনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মদ এনামুল কবির জিপসী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান সজিব। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এখানে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কমিটির উপস্থিত নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আজ থেকে আপনারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে পাখা মাকার্র পক্ষে সকল ধর্ম, বর্ণ, বিভিন্ন পেশার মানুষসহ সাধরণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে কাজ করবেন। সাধরণ মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে আমাদের দলের আর্দশ প্রচার করবেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে, পাড়ার-মহল্লায় নিবার্চনী কমিটি গঠন করে পাখা মার্কার পক্ষে ভোট চাইবেন।

এছাড়া আগামী নিবার্চনকে সামনে রেখে এখন থেকে নিজ উদ্যেগে মনে প্রাণে কাজ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জয়যুক্ত করে ঘরে ফিরবেন বলে সকল নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন তেলোয়াত করেন, কারী মোঃ জিল্লুর রহমান।

এছাড়া নিবার্চনী প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দামুড়হুদা সদর ইউনিয়রে সভাপতি মুফতি আব্দুর রাজ্জাক কাজী, হাউলী ইউনিয়রে সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, জুড়ান পুর ইউনিয়রে সভাপতি শাহিন আ্লম মিল্টন, নতিপোতা ইউনিয়রে সভাপতি মোশরেফ হোসেন, দর্শনা পৌরসভার সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান, নাটুদাহ ইউনিয়নের সভাপতি মাওঃ মোঃ মিকাইল হোসেন, পারকৃস্ণপুর মদনা ইউনয়নের সাধারণ সম্পাদক জামসের আলী, কুড়লগাছী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের আহম্মদ, গড়াইটুপি ইউনিয়নের জসীম উদ্দিন।

এছাড়া জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধরণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন নেতাকর্মী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, মাওঃ কে এম সাইফুল্লাহ ও মুফতি মুহাম্মদ ইদরিস।